তারিখ ...... 30 APR 2017
পৃষ্ঠা ..১৮.. কলাম ..১..

যুগান্তর

গফরগাঁওয়ে শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে— স্লিপ বরাদ্দ হতে প্রতি বিদ্যালয় থেকে অর্থ আদায়, বদলি বাণিজ্য, স্কুল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বরাদ্দকৃত অর্থ হতে শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায়, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে উৎকোচ গ্রহণ। তার ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়টি এখন সবার মুখে মুখে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ঘুষ, দুর্নীতি ও অনিয়মে কোনো প্রতিবাদ করলেই শিক্ষকদের বিভাগীয় মামলার হুমকি দেয়া হয়। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি স্লিপ কার্যক্রম প্রকল্প থেকে শিক্ষকদের কাছ থেকে কোনো টাকা আদায় করিনি। অভিযোগে জানা যায়, শিক্ষা অধিদফতর থেকে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ) প্রকল্পে গফরগাঁও উপজেলার ১৪১ বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার টাকা করে ৫৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বিদ্যালয়গুলোতে বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণ, ক্রীড়া, শিক্ষা ও টয়লেট মেরামতের কথা রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলোর নামে বরাদ্দকৃত ৪০ হাজার টাকা উত্তোলন করতে গিয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলামকে ৩ হাজার টাকা করে ঘুষ দিতে হচ্ছে। চরকালী বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাহার উদ্দিনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমার কাছ থেকে তিনি কোনো টাকা নেননি। তবে অন্যদের কাছ থেকে তিন হাজার করে টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে তিনি সত্যতা স্বীকার করেন। এছাড়াও উপজেলার ২৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য বরাদ্দকৃত দুই হাজার টাকার মধ্য থেকে প্রতি বিদ্যালয় থেকে ৩০০ টাকা হারে ঘুষ আদায়েরও অভিযোগ উঠেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষা অধিদফতর থেকে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতাধীন স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ) প্রকল্পে গফরগাঁও উপজেলার ২৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম স্লিপ প্রকল্পের ফাইল অনুমোদন না দিয়ে আটকে রাখেন। পরে বিদ্যালয় প্রতি স্লিপ প্রকল্পের ফাইল অনুমোদনের জন্য শিক্ষকদের কাছে ৫ হাজার টাকা করে ঘুষ আদায় করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে